Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস ঈশা

রোলঃ 23090120160

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস ঈশা
রোলঃ 23090120160

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস ঈশা, আইডিঃ 23090120160 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জান্নাতুল ফেরদৌস ঈশা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

জান্নাতুল ফেরদৌস ঈশা

আইডিঃ 23090120160

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা...5
২. কুরআন ও হাদিসে জিহাদের ধারণা:...7
৩. কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা.................................9
৪. বর্তমান যুগে জিহাদ ও কিছু অপব্যাখ্যার নিরসন..46
৫. উপসংহার 51

১. ভূমিকা

১.১ পটভূমি

পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সত্য রক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য ইসলাম যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে তার একটি হলো জিহাদ। ইসলামের পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ। আল্লাহপাক মানবজাতিকে পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার গুরুদায়িত্ব দিয়ে তার খলীফারূপে প্রেরণ করেছেন। তাদের জীবনবিধান হিসেবে নাযিল করেছেন আল কুরআন। আল্লাহপাক কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় جهاد في سبيل الله এর পারিভাষিক শব্দ ব্যাবহার করেছেন যার অর্থ 'আল্লাহর পথে সশস্ত্র সংগ্রাম'। আল্লাহপাক ঈমানদারকে এই আমলে উৎসাহী ও অভ্যস্ত করার জন্য সূরার পর সূরা নাযিল করেছেন। প্রায় অর্ধসহস্র আয়াতে বিভিন্ন আঙ্গিকে জিহাদের উদ্দেশ্য, উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। মুজাহিদের মর্যাদা, জিহাদ না করার ভয়ংকর পরিণতির কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু আধুনিক বিশ্বে জিহাদ ধারণাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের কারণ সৃষ্টি হয়েছে নানা বিভ্রান্তি। পশ্চিমা এজেন্ডা ও হলুদ মিডিয়া জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতা রূপে অ্যাখ্যা দিচ্ছেন। এ নিয়ে মুসলিম সমাজেও তৈরি হয়েছে নানা বিতর্ক। ফলে জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এই গবেষণায় কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের মূল শিক্ষা, এর গুরুত্ব এবং মুসলিম জীবনে এর বাস্তব প্রভাব আলোচিত হবে। পাশাপাশি জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করে ইসলাম যেভাবে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে, সেটিও তুলে ধরা হবে। ফলে এই গবেষণা পাঠকের কাছে জিহাদের সঠিক ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়ক হবে।

১.২ গবেষণার প্রশ্ন

১. কুরআন ও হাদিসে জিহাদ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

২. কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব, ফযীলত ও ত্যাগের পরিণতি নিয়ে কি বলা হয়েছে?

৩. আধুনিক যুগে জিহাদের ধারণা নিয়ে কী ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে?
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদের সঠিক উপলব্ধি কেমন হওয়া উচিত?

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি

প্রাথমিক তথ্যসূত্র হিসেবে কুরআন, সহিহ হাদিস এবং প্রামাণ্য তাফসির ও হাদিসগ্রন্থ ব্যবহার করা হবে। এছাড়া মাধ্যমিক সূত্র হিসেবে প্রাসঙ্গিক বই ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হবে। বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ততথ্যসমূহ সাজানো থাকবে।

২. কুরআন ও হাদিসে জিহাদের ধারণা:

২.১ জিহাদের পরিচয়

আরবি جَاهَدَ (জাহাদা) শব্দ থেকে উদ্ভূত "জিহাদ" শব্দের অর্থ চেষ্টা, প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম। জিহাদ শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ ও পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। যদিও সাধারণ ভাষায় এটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোনো শব্দকে শরীয়তের একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যাবহার করা হলে তখন সেই অর্থই মূল অর্থ হয়। জিহাদ শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা যার অর্থ হল আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কতৃর্ত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।
রাসূলুলাহ (সা.)- ইরশাদ করেছেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الْجِهَادُ ؟ قَالَ أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيْتَهُم قِيْلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَاهْرِيقَ دَمُهُ

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম কে জিজ্ঞাসা করলেন জিহাদ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই করা যখন তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল কোন জিহাদ সর্ব উৎকৃষ্ট? রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করলেন, ঐ ব্যক্তির জিহাদ সর্ব উৎকৃষ্ট যার ঘোড়া জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করে এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শাহাদাত বরণ করে।'

- কানযুল উম্মাহ ১/২৭ আহমাদ, ছহীহ আর রিজাল, বাইহাকী, তিবরানী।

প্রসিদ্ধ হাদিসবিদ হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ বলেন,

الْجِهَادُ بِكَسْرِ الْجِيمِ لُغَةٌ: الْمَشَقَّةُ، يُقَالُ: جَهَدْتُ جَهْدًا بَلَغْتُ الْمَشَقَّةَ، وَشَرْعًا : بَذْلُ الْجُهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَالْفَسَادِ.

জিহাদ (جِهاد)-জিম অক্ষরটির নিচে যেরসহ-শব্দটির ভাষাগত অর্থ হলো কষ্ট, পরিশ্রম, প্রচেষ্টা। যেমন বলা হয়, “আমি চেষ্টা করলাম এমনকি কষ্টের পর্যায়ে পৌঁছে গেলাম।" শরিয়তের পরিভাষায় জিহাদ হলো কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। এছাড়াও জিহাদ শব্দটি নফসের সঙ্গে সংগ্রাম, শয়তানের সঙ্গে লড়াই এবং সমাজের ফাসাদ দূর করার চেষ্টা-এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

জিহাদের শরয়ী অর্থই আসল যা সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া এবং বিশেষ অবস্থায় ফরযে আইন হয়ে যায়।

২.২ জিহাদের উদ্দেশ্য

জিহাদের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

১. যুলুম ও অত্যাচারের প্রতিউত্তর দেওয়া।

২. ফিতনা ফাসাদ নির্মূল করা ও ন্যায় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

৩. কুফরের কতৃর্ত্ব নির্মূল করা ও আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা।

৪. অত্যাচারিত মুসলমানদের সাহায্য করা।

৩. কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

৩.১ কুরআনে জিহাদের নির্দেশ

সর্বপ্রথম জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পর।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

অর্থ- "যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে) । যেহেতু তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম।"

- সূরা আল হাজ্জ, আয়াত: ৩৯

মক্কা মুকাররমায় সুদীর্ঘ তেরো বছর পর্যন্ত মুমিনদেরকে সবর ও সংযমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তারাও সবোর্চ্চ ত্যাগের সাথে তা পালন করেছেন। যত কঠিন নির্যাতনই করা হোক না কেন অস্ত্র দ্বারা মোকাবেলা করার অনুমতি ছিল না। ফলে মুসলিমগণ সবরের দ্বারাই জুলুমের জবাব দিতেন। অবশেষে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে সর্বপ্রথম এ আয়াতের মাধ্যমে মুমিনদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তরবারি উঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়।

অন্যত্র কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা নিয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"অর্থ হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে যাও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা অতি মন্দ ঠিকানা।"

- সূরা আত তাহরীম, আয়াত: ৯

এই আয়াতে কাফেরদের সাথে তরবারির মাধ্যমে এবং মুনাফিকদের সাথে মুখে ও বর্ণের মাধ্যমে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । (মাআরেফুল কুরআন ৮/৫৯৮)

যেহেতু সশস্ত্র সংগ্রাম কেবল কাফেরদের বিরুদ্ধেই হতে পারে। মুনাফেকরা দুনিয়ায় নিজেদেরকে মুমিন বলেই পরিচয় দিত তাই তাদের সাথে মুমিনদের মতোই আচরণ করা হতো। তাদের সাথে সাধারণ অবস্থায় যুদ্ধ করা হতো না তবে তারা বিদ্রোহ করলে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা হতো।

অবাধ্য কাফেরদেরকে হত্যার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين َحَيْث ُوَجَدْتُمُوهُم ْوَخُذُوهُم ْوَاحْصُرُوهُم ْوَاقْعُدُوا لَهُم ْكُل َّمصد

"পৃথিবীর যেখানেই মুশরিকদের পাও, সেখানেই তাদেরকে হত্যা কর, বন্দী কর, অবরোধ কর। আর প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাক।"
-সূরা আত তাওবা, আয়াত ৫

আহলে কিতাবদের হত্যার আদেশ দিয়ে বলেন-

قَاتِلُوا الَّذِين َلَا يُؤْمِنُون َبِاللَّه ِوَلَا بِالْيَوْم ِالْآخِر ِوَلَا يُحَرِّمُون َمَا حَرَّم َاللَّه ُوَرَسُولُه ُ وَلَا يَدِينُوْن َدِين َالْحَق ِّمِن َالَّذِين َأُو تَو َالْكِتَب َحَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة َعَن ْيَد ٍ وَهُم ْصَاغِرُون َ

"তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।"
- সূরা আত তাওবা, আয়াত ২৯

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে উক্ত নির্দেশ শুধু আহলে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যই। কারণ যুদ্ধ করার যে সকল হেতু সামনে বর্ণিত হয়েছে, তা সকল কাফেরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে আহলে কিতাবের উল্লেখ করা হয়, মুসলমানদের এ দ্বিধা নিবারণ উদ্দেশ্যে যে, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানেরা অন্তত তাওরাত, ইনজীল এবং হযরত মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালাম-এর প্রতি তো ঈমান রাখে। অতএব পূর্বের আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকে মুসলমানের জিহাদী মনোভাবের জন্য বাধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয়ত বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করার মাঝে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তারা এক দৃষ্টিকোণে অধিক শাস্তির যোগ্য। কারণ এরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী। এদের কাছে আছে তাওরাত-ইনজীলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইনজীলে রয়েছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। এমনকি তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়।
প্রথম আয়াতে যুদ্ধের চারটি হেতুর বর্ণনা রয়েছে।
প্রথমত : لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না।
দ্বিতীয়ত : وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ আখেরাতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই।
তৃতীয়ত : وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না।
وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ : চতুর্থত; সত্য ধর্ম গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক।
এখানে প্রশ্ন জাগে, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানেরাতো বাহ্যত আল্লাহ, পরকাল ও রোজ কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী নয়। যে ঈমান-বিশ্বাস আল্লাহর অভিপ্রেত, তা না হলে তার কোনো মূল্য নেই। ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানেরা যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইয়াহুদী কর্তৃক হযরত ওযাইর আলাইহিস সালাম ও খ্রিষ্টান কর্তৃক হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে প্রকারান্তরে শিরক তথা অংশীবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের দাবি হলো অসাড়।

অনুরূপ, আখেরাতের প্রতি যে ঈমান বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা আহলে কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হলো, রোজ কেয়ামতে মানুষ জড়দেহ নিয়ে উঠবে না; বরং তা হবে মানুষের এক ধরনের রূহানী যিন্দেগী। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ কোনো স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শান্তি হলো জান্নাত। তাদের এ বিশ্বাস কুরআনের পেশকৃত ধ্যান-ধারণার বরখেলাফ। সুতরাং আখেরাতের প্রতি ঈমানও তাদের যথাযোগ্য নয়।

তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করে বলা হয় যে, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানেরা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হলো তাওরাত ও ইনজীলে যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেওয়া হয়, তারা হারাম বলে গণ্য করে না। যেমন সূদ ও কতিপয় খাদ্য-দ্রব্য যা তাওরাত ও ইনজীলে হারাম ছিল, তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না।
এ থেকে একটি মাসআলা পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ, তা নয় বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোনো হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী
আয়াতে উল্লিখিত-

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ-

'যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে' বাক্য দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাবেদার প্রজারূপে জিযিয়া প্রদান করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪৪৩)

মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: "প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কিতাবে (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে) মাসের সংখ্যা বারোটি, সেই দিন থেকে, যেদিন আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে চারটি মাস মর্যাদাপূর্ণ। এটাই সহজ-সরল দ্বীন (-এর দাবি) । সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহের ব্যাপারে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না এবং তোমরা সকলে মিলে মুশরিকদের সাথে লড়াই করো, যেমন তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করে। একীন রেখো নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।"
-সূরা তাওবা, আয়াত ৩৬

সকল নবীর শরীআত এ ব্যাপারে একমত যে, এ চার মাস এ (যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব) যে-কোনো ইবাদতের সাওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তেমনই এ সময়ে পাপাচার করলে তার পরিণাম এবং আযাবও কঠোরভাবে ভোগ করতে হবে। পূর্ববর্তী শরীআতসমূহে এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কাফের-মুশরিকরা মাসের নাম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও অদল-বদল করে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হতো। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দাববাদের বর্ণনা করে আয়াতের শেষাংশে সূরা তাওবার শুরুতে প্রদত্ত আদেশের পুনরাবৃত্তি করেন। অর্থাৎ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সমস্ত কাফের-মুশরিকদের সাথে জিহাদ করাই ওয়াজিব। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪৫৬)

মুমিনদের উপর জিহাদ ফরয করার আদেশ দিয়ে কুরআনে বর্ণিত আয়াত

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“তোমাদের প্রতি (শত্রুর সাথে) যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, আর তোমাদের কাছে তা অপ্রিয়। এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মন্দ। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।”

— আল বাকারা, আয়াত: ২১৬

উল্লিখিত আয়াতে জিহাদ ফরয হওয়ার আদেশ নিম্নলিখিত শব্দগুলোর দ্বারা বর্ণনা হয়েছে,

- كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِتَالُ

এ শব্দগুলোর দ্বারা বুঝা যায় প্রত্যেক মুসলমানের উপর সবসময়ই জিহাদ করা ফরয। তবে জিহাদের এ ফরয, ফরযে আইনরূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না বরং এটি ফরযে কিফায়াহ। যদি মুসলমানের কোন দল তা আদায় করে শত্রুর মোকাবেলায় যথেষ্ট হয়ে যায় তাহলে সমস্ত মুসলমান এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু যদি সকল মুসলমান জিহাদ পরিহার করে গৃহে বসে যায় তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সত্যিকার ওজরওয়ালা ছাড়া সকলেই গুনাহগার হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরযে কিফায়াহ হলেও মুসলমানদের নেতা যদি প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশগ্রহণের আহ্বান করেন, তখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ : হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য অছিলা সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ করো।

– সূরা মায়েদা, আয়াত ৩৫

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে খোদাভীতি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈমান। সৎকর্মের মাধ্যমে নৈকট্য অন্বেষণের নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে-

وَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِه

অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদ কর। যদিও জিহাদ সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু সৎকর্মসমূহের মধ্যে জিহাদের স্থান যে শীর্ষে-এ কথা বুঝানোর জন্য। জিহাদকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

وَذُروة سنامه الجهاد

অর্থাৎ ইসলামে শীর্ষস্থান হচ্ছে জিহাদের।
শুয়াবুল ইমান, হাদীস ৩৯২১
এছাড়া জিহাদকে এক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করার একটি তাৎপর্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে দেশে অনর্থ ও অশান্তি সৃষ্টি করাকে হারাম ও অবৈধ বলে আখ্যা দিয়ে তার জাগতিক ও পরলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছিল। বাহ্যিক দিক দিয়ে জিহাদকেও দেশে অশান্তি উৎপাদনের নামান্তর মনে হয়। তাই এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি জিহাদ ও অশান্তির মধ্যে পার্থক্য নাও বুঝতে পারে। এ কারণে দেশে অশান্তি সৃষ্টির নিষিদ্ধতা ঘোষণার পর জিহাদের নির্দেশ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে এতদুভয়ের পার্থক্যের দিকে না এই শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
কারণ ডাকাতি, বিদ্রোহ ইত্যাদিতে যে হত্যাকাণ্ড ও অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়, তা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ, কামনা-বাসনা ও হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নিমিত্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জিহাদে হত্যা ও লুণ্ঠন থাকলেও তা শুধু আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা এবং অত্যাচার ও অবিচার মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়। এতদুভয়ের মধ্যে আসমান-যমীন তফাত। (মাআরেফুল কুরআন ৩/১৩৫)
যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এই বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا بِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।
-সূরা মায়েদা, আয়াত ৫৪
উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে মুসলমানরা যদি ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, আল্লাহ অন্য কোনো জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন এবং আয়াতে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলিও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ এসব গুণের অধিকারী আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় ও মাকবুল।

তাদের প্রথম গুণের সারমর্ম হলো- অধিকার সমূহের পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম হলো- বান্দার অধিকার ও কাজ-কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থাৎ তারা সত্য ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে।

এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্ম ত্যাগের মোকাবিলা করার জন্যে শুধু কতিপয় ইবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্যে চতুর্থ

ولا يخافون لومة لايم

বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এক ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারও পরোয়া করবে না।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, কোনো আন্দোলন পরিচালনার পথে দুটি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমত বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়ত আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ় সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না। জেল-জুলুম, যখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লান বদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা-বিদ্রুপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহতআলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারও ভর্ৎসনার পরোয়া না করে স্বীয় জিহাদ অব্যাহত রাখবে। (মাআরেফুল কুরআন ৩/১৮৬)

নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য জিহাদের আদেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

عَظِيمًا - وَمَالَكُم لَا تُقَاتِلُون فِي سَبِيل اللَّه وَالْمُسْتَضْعَفِين مِن الرِّجَال وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَان الَّذِين يَقُولُون رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِن هَذِه الْقَرْيَة الظَّالِم أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَدُنْك وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنْك .نَصِيرًا - أَلَّذِين آمَنُوا يُقَاتِلُون فِي سَبِيل اللَّه وَالَّذِين كَفَرُوا يقَاتِلُون فِي سَبِيل الطَّاغُوت فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاء الشَّيْطَان إِن كَيْدَالشَّيْطَان كَان ضَعِيفًا.

অর্থ- “যারা আল্লাহর কাছে আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয় তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক এবং যে কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর নিহত হোক বা বিজয়ী হোক আমি তাকে মহাপূণ্য দান করব। তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না

আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে অন্যত্র নিয়ে যাও, এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী করে দাও। যারা মুমিন তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে এবং যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে, অতএব তোমরা শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের সাথে যুদ্ধ কর, শয়তানের কৌশল অবশ্যই দূর্বল।"

- সূরা নিসা, আয়াত ৭৪-৭৬

মক্কাতে অনেক লোক এমন ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করতে পারেন নাই। তাঁদের আত্মীয় স্বজন তাদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন করত, যাতে তাঁরা পুনরায় কাফের হয়ে যান তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বললেন, 'তোমাদের দুই কারণে যুদ্ধ করা উচিৎ। আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ করার জন্য এবং মক্কার কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্য।

জিহাদে উদ্ধুদ্ধতার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا النَّبِي ُّ حَرِّض ِالْمُؤْمِنِين َعَلَى الْقِتَال ِ

"হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন।"

- সূরা আনফাল, আয়াত ৬৫

যেহেতু জিহাদ একটি মুশকিল ও কঠিন কাজ এবং নফস ও শয়তান এ ব্যাপারে মানুষকে অহরহ ধোঁকা দিতে থাকে, এজন্য খুব বেশী বেশী জিহাদের দাওয়াত দেয়া দরকার, যাতে দাওয়াত প্রদানকারী ঈমানদার গোষ্ঠী ও দাওয়াতপ্রাপ্ত মুমিনদের মনে জিহাদের জন্য ও আগ্রহ জাগরুক থাকে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের তাফসীরে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম তাঁর দায়িত্ব পালনে বদরের দিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে- তোমরা উঠো, সেই জান্নাতকে অর্জন কর। যার প্রস্থ আসমান, জমীনের চেয়ে অধিকতর। হযরত উমায়ের ইবনে হাম্মাদ বলেন, এত প্রস্থত? রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, হ্যাঁ! এত প্রস্তই তখন তিনি বললেন, আমি আশা করি যেন আল্লাহ আমাকে সে জান্নাত নববী করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন আমি ভবিষ্যদ্বানী করছি যে, তুমি জান্নাতী। সাহাবী ছুটে গেলেন রণাঙ্গনে, রসদ

হিসাবে যে খেজুর ছিল তা ফেলে দিলেন এজন্য যে, এ খেজুর খাওয়ার জন্য বিলম্ব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সিংহের ন্যায় দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক দুশমনকে শেষ করে অবশেষে তিনি আল্লাহর রাহে শাহাদাতবরণ করেন।

রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর উৎসাহে তো সাহাবায়ে কিরাম সাড়া দিয়েছেন, জানবাজী রেখেছেন, এমনও যদি কোন অবস্থা হয় যে, কেউই ডাকে সাড়া দিচ্ছে না তখনকার করনীয় নিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَقَاتِل فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا و أَشَدُّ تَنْكِيْلًا

অর্থ: “সুতরাং (হে নবী!) তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। তোমার উপর তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারও দায়ভার নেই। অবশ্য মুমিনদেরকে উৎসাহ দিতে থাকো। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ কাফিরদের যুদ্ধক্ষমতা রুখে দেবেন। আল্লাহর শক্তি সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড এবং তাঁর শাস্তি অতি কঠোর।”

-সূরা নিসা (৪), আয়াত ৮৪

উল্লিখিত আয়াতের প্রথম বাক্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি একাই যুদ্ধের জন্য বের হয়ে পড়ুন কেউ আপনার সাথে থাকুক বা না থাকুক। এ হুকুম দেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয় বদরের অভিযানকালে।

উহুদের যুদ্ধে ব্যাপক হতাহতের সম্মুখীন হওয়ার কারণে মুনাফিকদের পাশাপাশি একদল অপরিপক্ক মুসলিমও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ দেখায়। সে পরিপ্রেক্ষিতেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম দেওয়া হয় যে, অন্য কেউ অংশগ্রহণ না করলেও আপনি একাকিই বের হয়ে পড়ুন। অন্য কেউ বের না হলে সেজন্য আপনার কোনো যিম্মাদারী নেই। এরপরেই একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে- আশা করা যায় আল্লাহ কাফিরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দেবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন। অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ তাআলার সমর্থন রয়েছে- যার সমরশক্তি অপেক্ষা অসংখ্য গুণ বেশি, তখন আপনার বিজয়ই আবশ্যম্ভাবী ও নিশ্চিত। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ শাস্তি কেয়ামতের দিনই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তি দানের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (মাআরেফুল কুরআন ২/৫৬৭)

কিছু কিছু ফিতনা হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ। তা রুখতে জিহাদের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারায় ইরশাদ করেছেন-

و قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
وَاقْتُلُوهُم حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُم مِن حَيْثُ أَخْرَجُوكُم وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ
الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَتِلُوهُم عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَتِلُوكُم فِيْهِ فَإِنْ قَتَلُوكُم فَاقْتُلُوهُم
كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفِرِينفَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيمٌ و قَتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُوْنَ
فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ

অর্থ: “যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তবে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো এবং তাদেরকে সেই স্থান থেকে বের করে দাও, যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করেছিল। বস্তুত ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ! আর তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে, হাঁ তারা যদি (সেখানে) যুদ্ধ শুরু করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার। এরূপ কাফিরদের শাস্তি সেটাই।অতঃপর তারা যদি নিরস্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর হয়ে যায়। অতঃপর তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তবে জালিমরা ছাড়া অন্য কারও প্রতি কোনো কঠোরতা নয়।”

- সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯০-৯৩

কুরআন মাজীদে “ফিতনা” শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লিখিত কুরআনের আয়াতে ফিতনাহ শব্দটি দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা)-সহ সেই ওমরাহর কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফিররা যে ওমরাহ্ উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফিররা হয়তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাঁদেরকে বাধা দেয়, তবে তাঁরা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেওয়ার অনুমতি থাকলো। হত্যা করা যদিও নিকৃষ্ট কর্ম কিন্তু ফিতনা তার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। মক্কার মুশরিকদের শিরকের উপর অটল

থাকা ও মুসলমানদেরকে হজ্জ ও উমরাহয় বাধা প্রদান করাও এক ধরণের ফিতনা। তাই তাদের সম্মুখযুদ্ধে হত্যার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মাআরেফুল কুরআন ১/ (৫৫৭)

জিহাদে অর্থ ব্যয় করার আদেশ দিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيل اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التَّهْلُكَة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين

অর্থ: "আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। এবং সৎকর্ম অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

- সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯৫

এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) লিখেছেন-

'তোমরা আল্লাহ'র পথে (জিহাদে) জানের সঙ্গে মালও ব্যয় কর। এক্ষেত্রে নিজের সম্পদ ব্যয় করায় কার্পণ্য প্রদর্শন করে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। জিহাদে জীবন কোরবান করার পাশাপাশি অকাতরে সম্পদও ব্যয় না করলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে আর প্রতিপক্ষ হবে শক্তিশালী, যা ধ্বংসের-ই অপর নাম।

আল্লামা বগবী (রহঃ) বলেছেন, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ) অনবরত আল্লাহ'র পথে জিহাদে কাটাতে শুরু করেন। জিহাদ করতে করতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন এবং কনস্টান্টিনোপল নগরে চির নিদ্রায় শায়িত হন।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا مَا لَكُم إِذَا قِيل لَكُم انْفِرُوْا فِي سَبِيْل اللهِ ثَاقَلْتُم إِلَى الْأَرْض أَرَضِيتُم بِالْحَيُوة الدُّنْيَا مِن الْآخِرَة فَمَا مَتَاع الْحَيُوة الدُّنْيَا فِي الْآخِرَة إِلَّا قَلِيل إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا و يَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُم وَلَا تَضُرُّوه شَيْئًا وَاللَّه عَلَى كُل شَيْء قَدِير إِلَّا تَنْصُرُوه فَقَد نَصَرَه الله إِذ أَخْرَجَه الَّذِين كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْن إِذ هُمَا فِي الْغَار إِذ يَقُوْل لِصَاحِبِه لَا تَحْزَن إِن اللَّه مَعَنَا ج فَأَنْزَل اللَّه سَكِينَتَه عَلَيْه وَأَيَّدَه بِجُنُود لَّم تَرَوْهَا و جَعَل كَلِمَة الَّذِين كَفَرُوا السُّفْلى و كَلِمَة اللَّه هِي الْعُلْيَا وَالله عَزِيز حَكِيم انْفِرُوا خِفَافًا و ثِقَالًا و جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُم وَأَنْفُسِكُم فِي سَبِيْل اللَّه ذَلِكُم خَيْر لَّكُم إِنْكُنْتُم تَعْلَمُون

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় আল্লাহর পথে অভিযানে বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে যাও? তোমরা কি

আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ?(তাই যদি হয়) তবে (স্মরণ রেখো), আখেরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনের আনন্দ অতি সামান্য। তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য কোনো জাতিকে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। তোমরা যদি তার (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাহায্য না কর, তবে (তাতে তার কোনো ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ তো সেই সময়ও তার সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফেরগণ তাকে (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছিল এবং তখন সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। " সুতরাং আল্লাহ তার প্রতি নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি বর্ষণ করলেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তার সাহায্য করলেন, যা তোমরা দেখনি এবং কাফেরদের কথাকে হেয় করে দিলেন। বস্তুত আল্লাহর কথাই সমুচ্চ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়ো, তোমরা হালকা অবস্থায় থাক বা ভারী অবস্থায় এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। তোমরা যদি বুঝ-সমঝ রাখ, তবে এটাই তোমাদের পক্ষে উত্তম। ”

– সূরা তাওবা, আয়াত ৩৮-৪১

উপরিউক্ত আয়াতে যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তা হলো তাবুক যুদ্ধ। এ যুদ্ধটি এর আগের অন্য সকল যুদ্ধ থেকে একটু ভিন্ন ধরণের। আগেকার যুদ্ধগুলো সংঘঠিত হয়েছিল নিজেদের সাধারণ মানুষের সাথে কিন্তু বর্তমান যুদ্ধটি হবে রোমান সম্রাটের প্রশিক্ষত সেনাবাহিনীর সাথে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সকল মুসলমানকে যুদ্ধে বের হবার আদেশ দেন এবং আশ-পাশের অন্যান্য গোত্রগুলোকে এতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণের এ সাধারণ আহ্বান ছিল মুসলমানদের জন্যে অগ্নিপরীক্ষা এবং ইসলামের মৌখিক দাবিদার মুনাফিকদের সনাক্ত করার মোক্ষম উপায়।

তাই এদের কথা বাদ দিলেও খোদ মুসলমানরাও অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদল হলো যারা কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। অপর দল ছিল যারা প্রথমে কিছু দ্বিধা-সংকোচের মধ্যে থাকলেও পরে প্রথম দলের সাথে শামিল হয়। এ দু' দল সম্পর্কে কুরআন বলে-

الَّذِين َاتَّبَعُوه ُفِي سَاعَة ِالْعُسْرَة ِمِن ْبَعْد ِمَا كَاد َيَزِيغ ُقُلُوب ُفَرِيق ٍمِنْهُم ْ

অর্থাৎ “তারা প্রশংসার যোগ্য, যারা তীব্র সংকটকালে তাঁর আনুগত্য করেছে, তাদের এক দলের অন্তরসমূহ বিচ্যুতির কাছাকাছি হওয়ার পরেও।”
তৃতীয় দল যারা প্রকৃত কোনো ওযরের ফলে যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি। কুরআন তাদের সম্পর্কে বলে-

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى

অর্থাৎ দুর্বল ও পীড়িত লোকের জন্যে গুনাহের কিছু নেই। এ কথা বলে তাদের ওযর কবুল হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়।
চতুর্থ দল হলো, যারা কোনো ওযর-অসুবিধা ছাড়াই নিছক অলসতার দরুন যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত থাকে।
উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর সম্পর্ক বাহ্যত সেই চতুর্থ দলের সাথে যারা ওযর-আপত্তি ছাড়া শুধু অলসতার দরুন যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত ছিল। প্রথম আয়াতে অলসতার জন্যে শাস্তি প্রদানের হুমকি, তৎসঙ্গে অলসতার মূল কারণ এবং পরে তার প্রতিকারের উপায় কী, তা বর্ণিত হয়।
রোগনির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার এই বলে উল্লেখ করা হয়- 'দুনিয়ার যিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।'
যার সারকথা হলো, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুত আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪৬৩)
দ্বিতীয় আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 'তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দ্বীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।
তৃতীয় আয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল কোনো মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, তখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে।
চতুর্থ আয়াতে তাকিদ দানের উদ্দেশ্যে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদে বের হওয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমাদের আদেশ করেন, তখন

সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্যে ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ।

পঞ্চম আয়াতে অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি ওযরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা যে শক্তি-সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা আল্লাহর রাহে সাধ্যমত ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।

(মাআরেফুল কুরআন ৪/৪৬৮)

জিহাদের আবশ্যকতা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

أَم حَسِبْتُم أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَٰهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّٰبِرِينَ

অর্থ: "নাকি তোমরা মনে কর, তোমরা (এমনিতেই) জান্নাতে পৌঁছে যাবে, অথচ আল্লাহ এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট জিহাদ করেছেন তোমাদের মধ্য হতে সেই সকল লোককে যাচাই করে দেখেননি, যারা জিহাদ করবে এবং তাদেরকেও যাচাই করে দেখেননি, যারা অবিচল থাকবে।"

- সূরা আলে ইমরান (৩), আয়াত ১৪২

অর্থাৎ যারা এবং এ পথের বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারণ করেছে তারাই বিশেষভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও জিহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُم فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা (শত্রুর সাথে লড়াইকালে) নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ সঙ্গে রেখো। অতঃপর পৃথক পৃথক বাহিনীরূপে (জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়ো, কিংবা বের হয়ে যাও সকলে একইসঙ্গে।"

- সূরা নিসা (৪), আয়াত ৭১

উক্ত আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বুঝা যাচ্ছে এই যে, কোনো ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থি নয়। এ বিষয়টি আরও কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত বুঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেওয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলত মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেমন এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا

অর্থাৎ - “হে নবী! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোনো বিপদাপদই আসে না, যা আল্লাহ আমাদের তাকদীরে নির্ধারিত করে দেননি।”

উপরিউক্ত আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ এবং অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বের হবে না, বরং ছোট ছোট দলে বের হবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্য দল নিয়ে বেরুবে। তার কারণ একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেও শৈথিল্য করে না। (মাআরেফুল কুরআন ২/৫৪০)

অনুরূপ সূরা তাওবাতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারন কর। পরে বিভিন্ন দলভুক্ত হয়ে অথবা সমবেতভাবে জিহাদে বেরিয়ে পড়।”

- সূরা তাওবা, আয়াত ৪৬

যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রেম-প্রীতি, ইশক ও মুহাব্বাত রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করা সহজ। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর আল্লাহর মুহাব্বত থেকে বঞ্চিত তাদের পক্ষে আল্লাহর রাহে প্রাণ দেয়া সহজ নয়। তাই এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে জিহাদের তাগিদ করেছেন এবং আত্মরক্ষার জন্য যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দিয়াছেন। কেননা জিহাদের মাধ্যমেই দীন ইসলাম শক্তিশালী হয়। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের দুশমনের অবস্থা থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ দুশমন সর্বদাই মুসলমানদের ধ্বংশ কামনা করছে সে প্রসংঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً

“কাফেররা চায় যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য থেকে গাফেল থাক। এই সুযোগে তারা তোমাদের প্রতি এক সঙ্গে আক্রমণ করতে পারে।”

- সূরা নিসা, আয়াত ১০২

এ আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনী মারেফ ও বনী আসসাবের বিরুদ্ধে জিহাদে গমন করেন। পথে এক স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন, সেখানে দুশমনের কোন লোক দেখা যায়নি। সে কারণে মুজাহীদরা হাতিয়ার খুলে রেখে দিলেন। এবং প্রয়োজনের তাগিতে তিনি সাহাবায়ে কিরাম থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন। একটি বৃক্ষের নীচে তিনি বসেছিলেন। গোয়াইরাশ ইবনে হারেশ মহারিবী নামক ব্যক্তি তাঁকে দেখে ফেলেছিল। সে বললো আল্লাহ আমাকে হত্যা করুক, যদি এই ব্যক্তিকে আমি হত্যা না করি। এরপর সে তলোয়ার উচু করে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে অবতরণ করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন কর জিজ্ঞাসা করলো এখন আমার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে? তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ! অতঃপর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে ইচ্ছা গোয়াইরাশ ইবনে হারেস থেকে রক্ষা কর। গোয়াইরাশ তার প্রতি আঘাত করার জন্য তলোয়ার উচু করে উদ্ধত হলো ঠিক কিন্তু এমনই সময় তার কাঁধে হঠাৎ ব্যথা শুরু হলো আর সে ব্যথার কারণে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তলোয়ারটি হাতে নিলেন এবং বললেন গোয়াইরাশ! এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? সে বললো কেউ নয়, তখন রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন তুমি কি এই সাক্ষ্য দিবে না যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তাহলে তোমার তলোয়ার ফিরিয়ে দিব। সে বললো না আমি এ সাক্ষ্য দিব না। তবে হ্যাঁ একথা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার সাথে কোন দিন যুদ্ধ করবো না। আর তোমার বিরুদ্ধে কোন দিন শত্রুর সাহায্য করবো না।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার তলোয়ার দিয়ে দিলেন। তখন সে বললো আল্লাহ শপথ তুমি আমার চেয়ে উত্তম। 'সুবহানাল্লাহ' সামান্য পূর্বে যাকে হত্যা করার জন্য ব্যকুল হয়ে এসেছে এখন নিজেই তাকে নিজের চেয়ে উত্তম ঘোষণা দিচ্ছে। কারণ নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর উত্তম চরিত্রের সাথে উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্রের সংমিশ্রণ রয়েছে। এ ঘটনার অস্ত্র থেকে সামান্য গাফেল হয়ে যাওয়ার পর শত্রুর হাতিয়ার নিজের হাতে তুলে নিয়ে চিরন্তরভাবে উম্মাহকে সতর্ক করেন যে, যত সংকটই হোক উন্নত প্রযুক্তির হাতিয়ার সংগ্রহ থেকে গাফেল হওয়া যাবে না।

تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُم ْوَخُذُوا حِذْرَكُم ْإِن َّاللَّهَ أَعَد َّلِلْكَفِرِين َعَذَابًا مُّهِينً

"আর যদি তোমরা বৃষ্টির দরুন অসুবিধায় পড় তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করলে কোন গুনাহ হবে না, তবে এ অবস্থায় তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই সঙ্গে রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"

- সূরা নিসা, আয়াত ১০২

উল্লেখিত আয়াতগুলো যদিও কোন না কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ন হয়েছে কিন্তু এতে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মৌলিক কিছু বিধান বর্ণনা করেছেন। অসুস্থ বা প্রাকৃতিক সমস্যার কারণে ভারী অস্ত্র উঠাতে না পারলেও আত্মরক্ষার সামান্য হাতিয়ার সঙ্গে রাখতে হবে

জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা ফরয। জিহাদের সরঞ্জামের মধ্যে লৌহ ও ঘোড়ার গুরুত্ব অন্যতম। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে –

و َأَعِدُّوا لَهُم ْمَا اسْتَطَعْتُم ْمِن ْقُوَّة ٍو َمِن ْرِبَاط ِالْخَيْل ِتُرْهِبُون َبِه ِ
عَدُو َّاللَّه ِوَعَدُوَّكُم ْ

অর্থ: "(হে মুসলিমগণ।) তোমরা তাদের (মোকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে।"

- সূরা আনফাল, আয়াত ৬০

আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণীত হয় যে, মুসলমানদের জন্য সর্বাবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুত রাখা অত্যাবশ্যক। বিশেষভাবে যখন কাফির কর্তৃক হামলার সমূহসম্ভবনা থাকে, তখন অস্ত্র-শস্ত্র ও সামগ্রী সংগ্রহের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। তাবুক যুদ্ধে রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম মদীনায় প্রতিরক্ষার জন্য এবং রোমানদের সম্ভাব্য হামলা মোকাবেলা করার জন্য নজিরবিহীন প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন ও সাহাবায়ে কিরামদের থেকে ব্যাপক অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, বিপুল অস্ত্র ক্রয় করে প্রচণ্ড গরমের মাঝে দীর্ঘ ভ্রমণ করে হামলার আশংকা দূরীভূত করে দিয়েছেন, যা হয়তো পরে বিরাট আকারে আঘাত হানার আশংকা ছিল। পূর্ব প্রস্তুতির কারণে এই যুদ্ধে সংঘাত হয়নি। তথাপি যারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। সমস্ত

মুসলমানদেরও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ প্রদান করেছেন। অবশেষে পঞ্চাশদিন পর আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবাহ্ কবুল করেন।
স্বয়ং রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম অস্ত্র ক্রয় করতেন। বুখারীর বিশুদ্ধ বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে,

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِي فَيَجْعَلُه مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ وَفِي الحاشية مَجْعَلَ مَالِ اللهِ بِأَنْ يَجْعَلَهُ فِي السَّلَاحِ وَالْكُرَاعِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বণী নজীর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ পরিমাণমত উম্মাহাতুল মু'মিনদের দিয়ে বাকি অংশ যুদ্ধের অস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয়ে ব্যয় করতেন এবং মুসলমানদের উপকারার্থে ব্যবহার করতেন।

অন্য এক সূরায় লৌহ নাযিলের উদ্দেশ্য নিয়ে ইরশাদ করেছেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ و أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

অর্থ: “বস্তুত আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এই জন্য যে, আল্লাহ জানতে চান, কে তাকে না দেখে তার দ্বীনের ও রাসূলের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক।”

- সূরা আল হাদীদ, আয়াত ২৫

আলোচ্য আয়াতে লৌহ নাযিল করার গপ্ল রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) এর হলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে খোদায়ী প্রধান ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। (দুই) এতে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোনো শিল্প চলতে পারে না। এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ ও ন্যায়-নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা

হয়েছে لِيَقُوم النَّاس بِالْقِسْط অর্থাৎ মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্টিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা পয়গম্বরগণ ও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান।

মীযান ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী তারা কোনো প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূর পরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করেন। (মাআরেফুল কুরআন ৮/৩৭৩-৩৭৪)

জিহাদকে ব্যাবসা আখ্যা দিয়ে ও এর বিনিময় নিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

يأَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا هَل أَدُلُّكُم عَلَى تِجَارَة تُنْجِيْكُم مِّن عَذَاب أَلِيم تُؤْمِنُون بِاللَّه
وَرَسُولِه و تُجَاهِدُون فِي سَبِيل اللَّه بِأَمْوَالِكُم وَأَنْفُسِكُم ذلِكُم خَيْر لَكُم إِن
كُنْتُم تَعْلَمُون يَغْفِر لَكُم ذُنُوبَكُم وَيُدْخِلُكُم جَنّت تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهُر
وَمَسْكِن طَيِّبَة فِي جَنْت عَدْن ذَلِك الْفَوْز الْعَظِيم وَأُخْرَى تُحِبُّوْنَهَا نَصْر مِّن
اللَّه وَفَتْح قَرِيب وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِين

অর্থ: "হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়-যদি তোমরা উপলব্ধি কর। এর ফলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসগৃহে, যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। এটাই মহাসাফল্য। এবং তোমাদেরকে দান করবেন তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি জিনিস (আর তা হলো) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয় এবং (হে রাসূল!) মুমিনদেরকে (এর) সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।"

- সূরা সাফ্ফ (৬১), আয়াত ১০-১১

এই আয়াতে ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবন পণ করে জিহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ বাণিজ্যে যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহর পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নেআমত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-ব্যসনের সরঞ্জাম বিদ্যমান থাকবে। অতঃপর পরকালীন নেআমতের সাথে কিছু ইহকালীন নেআমতেরও ওয়াদা করা হয়েছে। (মাআরেফুল কুরআন ৬/৫০৪)

জিহাদ যারা করে তাদেরকে মুজাহিদ বলে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে মুজাহিদদের শ্রেষ্ঠত্বতা নিয়ে ইরশাদ করেছেন

لا يَسْتَوِي الْقَعِدُوْن مِن الْمُؤْمِنِين غَيْر أُولِي الضَّرَر و الْمُجْهِدُون فِي سَبِيل اللهِ بِأَمْوَالِهِم وَأَنْفُسِهِم فَضَّل اللهُ الْمُجْهِدِين بِأَمْوَالِهِم وَأَنْفُسِهِم عَلَى الْقُعِدِين دَرَجَة وَكُلًّا وَعد اللَّهُ الْحُسْنَى و فَضَّل اللهُ الْمُجْهِدِين عَلَى الْقُعِدِين أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَت مِّنْه و مَغْفِرَة و رَحْمَة وَكَان اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيمًا

অর্থ : “যে মুসলিমগণ কোনো ওযর না থাকা সত্ত্বেও (যুদ্ধে যোগদান না করে বরং ঘরে) বসে থাকে, তারা ও আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদকারীগণ সমান নয়। যারা নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তবে আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা ঘরে বসে থাকে আল্লাহ তাদের উপর মুজাহিদদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে মহাপুরস্কার দান করেছেন। অর্থাৎ বিশেষভাবে নিজের পক্ষ হতে উচ্চমর্যাদা, মাগফিরাত ও রহমত। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ”

- সূরা নিসা (৪), আয়াত ৯৫-৯৬

উল্লিখিত আয়াতে যারা নিজেদের জান মাল দিয়ে যুদ্ধ করে ও যারা কোন ওযর ব্যাতীত যুদ্ধ করে না তাদের মর্যাদা সমান না ওইটা বলা হয়েছে। জিহাদ যখন ফরযে কিফায়াহ থাকে তখন সব মুসলমানের জিহাদে না গেলেও গুনাহ নেই। আল্লাহ তায়ালা অমুজাহিদদেরকেও ইমান ও সৎকর্মের কারণে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। জান্নাত ও মাগফেরাত উভয়পক্ষেই লাভ করবে তবে পদমর্যাদায় পার্থক্য থাকবে।

অন্য এক আয়াতে মুজাহিদদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে ইরশাদ হয়েছে –

اجَعَلْتُم سِقَايَة الْحَاج وَعِمَارَة الْمَسْجِد الْحَرَام كَمَن أَمَن بِاللهِ وَالْيَوْم الْآخِر و جَهَد فِي سَبِيل اللهِ لَا يَسْتَوْن عِنْد اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْم الظَّالِمِين الَّذِين آمَنُوا وَهَاجَرُوا و جَهَدُوا فِي سَبِيل اللهِ بِأَمْوَالِهِم وَالْفُسِهِم أَعْلَم دَرَجَة عِنْد اللهِ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

অর্থ: “তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো ও মসজিদুল হারামকে আবাদ করার কাজকে সেই ব্যক্তির (কার্যাবলির) সমান মনে কর, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে?” আল্লাহর কাছে এরা সমতুল্য নয়। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল

দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠ এবং তারাই সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে রহমত, সন্তুষ্টি ও এমন উদ্যানসমূহের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার ভেতর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নেয়ামত। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহরই কাছে আছে মহা-প্রতিদান।”

- সূরা তাওবা (৯), আয়াত ১৯-২২

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় সমস্ত নেক কাছ সমান মর্যাদার না। নিশ্চয়ই হাজীদেরকে পানি পান করানো মহৎ কাজ কিন্তু এটি নফল। আর মসজিদুল হারামের তত্বাবধান অবস্থাভেদে ফরযে কিফায়া অথবা নফল ইবাদত।আর জিহাদ তো কখনো ফরযে আইন ও কখনো ফরযে কিফায়া। প্রথোমক্ত কাজ দুটির তুলনায় জিহাদের মর্যাদা অনেক উপরে।

শহীদদের বিশেষ ফযীলত হল শাহাদাত লাভের পরও আল্লাহ তাদের আমলনামা বন্ধ করেন না। ফেরেশতারা কেয়ামত পর্যন্ত তাদের আমলনামায় জিহাদের সাওয়াব লিখতে থাকে।

সে কথা-ই পবিত্র কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে-

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سبيل الله فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

“আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না।”

— সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ৪

উপরন্তু শহীদদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে, তাদেরকে মৃত বল না; বরং তারা জীবিত।'

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُون

“যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।”

— সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৪

শহীদদেরকে শুধু 'মৃত' বলতেই বারণ করা হয়নি, মৃত ভাবতেও নিষেধ করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এসেছে,

ولَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون فَرِحِين بِمَا أَنْهُم اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

“এবং (হে নবী!) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনওই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে রিযক দেওয়া হয়।”

- সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৯

শহীদদের এই উঁচু মর্যাদা ও অধিক সম্মানে অভিষিক্ত করার কারণ হল, আল্লাহ'র জন্য তাদের নিঃস্বার্থ জীবনদান। উপরন্তু তারা পালন করেছে শ্রেষ্ঠ আমল- উত্তম জিহাদ।

৩.২ হাদিসে জিহাদের নির্দেশ

জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত আয়াতে যেমন কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহ পরিপূর্ণ তেমনিভাবে হাদিস শাস্ত্রেও শত শত বার জিহাদের ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

জিহাদ সর্বোত্তম আমল:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْعَيْزَارِ، ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ـ رضى الله عنه ـ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ " الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا ". قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ. قَالَ " ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ". قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! কোন্ কাজ সর্বোত্তম?’ তিনি বললেন, ‘সময় মত সালাত আদায় করা।’ আমি বললাম, ‘অতঃপর কোন্‌টি?’ তিনি বলেন, ‘অতঃপর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ

করা।’ আমি বললাম, ‘অতঃপর কোন্টি?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।’ অতঃপর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি আরো বলতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন।

- সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৮২

জিহাদের গুরুত্ব:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ "

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে আমি বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারী দিতে পারব না বলে আশংকা করতাম, তা হলে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া হতে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, অতঃপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়।

- সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৭৯৭

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত:

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।

মুজাহিদের মর্যাদা:

১.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رضى الله عنه ـ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ". قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ " مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

আবু সাইদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে কে উত্তম?' আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'সেই মু'মিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্ পথে জিহাদ করে।' সাহাবীগণ বললেন, 'অতঃপর কে?' তিনি বললেন, 'সেই মু'মিন আল্লাহ্ ভয়ে যে পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান নেয় এবং স্বীয় অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে।'

সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৭৮৬, সুনানে আন নাসায়ী, হাদিস নং: ৩১০৫

২.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن صَالِح ، حَدَّثَنَا فُلَيْح ، عَن هِلَال بْن عَلِي ، عَن عَطَاء بْن يَسَار ، عَن أَبِي هُرَيْرَة - رضى الله عنه قَالَ قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم "مَن آمَن بِالله وَبِرَسُولِه وَأَقَام الصَّلَاة وَصَام رَمَضَان ، كَان حَقًّا عَلَى الله أَن يُدْخِلَه الْجَنَّة جَاهَد فِي سَبِيل الله ، أَو جَلَس فِي أَرْضِه الَّتِي وُلِد فِيهَا ." فَقَالُوا يَا رَسُول الله أَفَلَا نُبَشِّر النَّاس . قَال إِن فِي الْجَنَّة مِائَة دَرَجَة أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِين فِي سَبِيل الله ، مَا بَيْن الدَّرَجَتَيْن كَمَا بَيْن السَّمَاء وَالْأَرْض ، فَإِذَا سَأَلْتُم الله فَاسْأَلُوه الْفِرْدَوْس ، فَإِنَّه أَوْسَط الْجَنَّة وَأَعْلَى الْجَنَّة ، أُرَاه فَوْقَه عَرْش الرَّحْمَن ، وَمِنْه تَفَجَّر أَنْهَار الْجَنَّة ." قَال مُحَمَّد بْن فُلَيْح عَن أَبِيه وَفَوْقَه عَرْش الرَّحْمَن."

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমযানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ্র দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা’আলা জান্নাতে একশ’টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু’টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের

দূরত্বের মত। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইব্‌নু ফুলাইহ্ (রহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান।
সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৭৯০

৩.
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ ".

সামুরা রাঃ থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, দু'ব্যক্তি আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। অতঃপর আমাকে এমন উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল এর আগে আমি কখনো এর চেয়ে সুন্দর ঘর দেখিনি। সে দু'ব্যক্তি আমাকে বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর।
- সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৭৯১

মুজাহিদের পুরস্কার:
১.
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ -كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ "

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ, অবশ্য আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, সর্বদা সিয়াম পালনকারী ও সালাত আদায়কারীর মত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীর

জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছেন, যদি তাকে মৃত্যু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা পুরস্কার বা গনীমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।
সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৭৮৬, সুনানে আন নাসায়ী, হাদিস নং: ৩১২৪

২.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدَ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى ".

আনাস ইবনু মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত:
আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহ্‌র কাছে তার সওয়াব রয়েছে তাকে দুনিয়ার সব কিছু দিলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবেনা। একমাত্র শহীদ ব্যাতীত। সে শাহাদাতের ফযীলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হবার প্রতি আগ্রহী হবে।
সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৭৯৫
৩.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ ". تَابَعَهُ الأُوَيْسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.

উমর ইবনে আব্দুল্লাহ এর আযাদকৃত গোলাম ও তার কাতিব সালিম আবুন নাযর রাঃ থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইব্‌নু আবূ আওফা (রাঃ) তাঁকে লিখেছিলেন যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা জেনে রাখ, তরবারির ছায়া-তলেই জান্নাত।
উয়াইসী (রহঃ) ইব্‌নু আবূ যিনাদ (রহঃ)-এর মাধ্যমে মূসা ইব্‌নু ‘উকবা (রহঃ) থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে মু‘আবিয়াহ ইব্‌নু ‘আম্‌র (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ)-এর মাধ্যমে মূসা ইব্‌নু ‘উকবা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের অনুসরণ করেছেন।

৪.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ»، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আমি জাবির (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, উহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল: আমি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমি কোথায় থামব? তা আমাকে বলুন। তিনি বললেনঃ জান্নাতে। তারপর সে ব্যক্তি তার হাতের খেজুর ফেলে দিয়ে যুদ্ধে যোগদান করলো এবং শহীদ হয়ে গেল।

সুনানে আন নাসায়ী, হাদিস নং: ৩১৫৪

যে আল্লাহর পথে আহত হয় তার মর্যাদা বর্ণনা করে হাদিসে এসেছে:

১.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ " هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ ".

জুনদুব ইবনু সুফিয়ান (রাঃ)থেকে বর্ণিত:

কোন এক যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হলে তিনি বলেছিলেনঃ তুমি একটি আঙ্গুল ছাড়া কিছু নও; তুমি রক্তাক্ত হয়েছ আল্লাহ্‌রই পথে।

হাদিসে কোন যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তবে ইমাম নববী ও ইবনে হজর আসকালানী (রহিঃ) বলেন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আঙুল রক্তপাত হওয়ার এমন বর্ণনা দুই যুদ্ধে পাওয়া যায়। গাযওয়াতু যুল উশাইরা ও গাযওয়াতুল উহুদ। ফাতহুল বারী, সহীহ বুখারী ২৮০২

২.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ ـ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ "

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত:

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে আহত হলে এবং আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন কে তাঁর পথে আহত হবে কিয়ামতের দিন সে তাজা রক্ত বর্ণে রঞ্জিত হয়ে আসবে এবং তা থেকে মিশ্‌কের সুগন্ধি ছড়াবে।

- সহীহ বুখারী, ২৮০২

আল্লাহর পথে শাহাদাতের মর্যাদা:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ، وَهْىَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ، صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ. قَالَ " يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى ".

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

উম্মু রুবায়্যি বিনতে বারা, যিনি হারিস ইব্‌নু সুরাকার মা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলেন, ‘হে আল্লাহর নবী! আপনি হারিসাহ (রাঃ) সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন কি? হারিসা (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শাহাদাত লাভ করেন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি সবর করব, তা না হলে আমি তার জন্য অবিরাম কাঁদতে থাকবো।’ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘হে হারিসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউস পেয়ে গেছে।’

- সহীহ বুখারী ২৮০৯

২.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ غَدَاةً، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ أَنَسٌ أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ.

আনাস ইবনু মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, যারা বীরে মাউনায় শরীক সাহাবীদেরকে শহীদ করেছিল, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই রি‘ল ও যাক্‌ওয়ানের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফজরে দু‘আ করেছিলেন এবং উসাইয়্যাহ গোত্রের বিরুদ্ধেও যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের

বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আনাস (রাঃ) বলেন, বী'রে মাউনার নিকট শহীদ সাহাবীদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা পাঠ করেছি। পরে তা মানসুখ হয়ে যায়।

“ - আয়াতটি হলো)تبلّغوا قومنا أنّا قد لقينا ربّنا فرضي عنّا ورضينا عنه(”

“তোমরা আমাদের কাওমের নিকট এ খবর পৌছে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।”
আয়াতটি বীরে মাউনার শহীদদের মর্যাদা দিতে গিয়ে নাযিল হয়েছিল। তবে আয়াতটি কুরআনে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয় নি। পরে রহিত হয়ে যায়। কিন্তু সাহাবীগণ তা কিছু সময় পর্যন্ত পাঠ করতেন।
সহীহ বুখারী, হাদীস: 2814
সহীহ মুসলিম, হাদীস: 677
তাফসীর ইবনু কাসীর, সূরা আলে ইমরান: ব্যাখ্যা আয়াত 169-170

শহীদদের উপর ফেরেশতাদের ছায়া:
عُيَيْنَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيلَ ابْنَةُ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. فَقَالَ " لِمَ تَبْكِي أَوْ لاَ تَبْكِي، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا ". قُلْتُ لِصَدَقَةَ أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَ

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধ শেষে আমার পিতাকে (তার লাশ) নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা অবস্থায় আনা হল এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি তাঁর চেহারা খুলতে চাইলাম আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। এমন সময় তিনি কোন বিলাপকারিণীর বিলাপ ধ্বনি শুনতে পেলেন। বলা হলো, সে 'আমরের কন্যা বা ভগ্নি। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে কাঁদছে কেন? অথবা বলেছিলেন, সে যেন না কাঁদে। ফেরেশতামণ্ডলী তাকে ডানা দ্বারা ছায়াদান করছেন। আমি [ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন] সাদাকা (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এও কি বর্ণিত আছে যে, তাকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত? তিনি বললেন, জাবির (রাঃ) কখনো সেটাও বলছেন।
সহীহ বুখারী ২৮১৬

মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দান করা এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর পরিবারের তত্ত্বাবধান করার প্রতিদান:

হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر ٍحَدَّثَنَا عَبْد ُالْوَارِث ِحَدَّثَنَا الْحُسَيْن ُقَال َحَدَّثَنِي يَحْيَى قَال َحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة َقَال َحَدَّثَنِي بُسْر ُبْن ُسَعِيد ٍقَال َحَدَّثَنِي زَيْد ُبْن ُخَالِد ٍرَضِي َاللَّه ُعَنْه ُأَن َّرَسُول َاللَّه ِصَلَّى اللَّه ُعَلَيْه ِوَسَلَّم َقَال َمَن ْجَهَز َغَازِيًا فِي سَبِيل ِاللَّه ِفَقَد ْغَزَا وَمَن ْخَلَّف َغَازِنَا فِي سَبِيل ِاللَّه ِبِخَيْر ٍفَقَد ْغَزَا

হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে যুদ্ধরত ব্যক্তিকে সরঞ্জাম দান করল, সে-ও যুদ্ধ করল। আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে যুদ্ধরত ব্যক্তির পরিবারের তত্ত্বাবধান করল, সে-ও যুদ্ধ করল।

- সহীহ বুখারী ২৮৪৩

জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করার প্রতিদান:

حَدَّثَنَا عَلِي ُّبْن ُحَفْص ٍحَدَّثَنَا ابْن ُالْمُبَارَك ِأَخْبَرَنَا طَلْحَة ُبْن ُأَبِي سَعِيد ٍقَال َسَمِعْت ُسَعِيدًا الْمَقْبُرِى يُحَدِّث ُأَنَّه ُسَمِع َأَبَا هُرَيْرَة َرَضِى اللَّه ُعَنْه ُيَقُول ُ: قَال َالنَّبِي ُّصَلَّي اللَّه ُعَلَيْه ِوَسَلَّم َمَن ِاحْتَبَس َفَرَسًا فِي سَبِيل ِاللَّه ِإِيمَانًا بِاللَّه ِوَتَصْدِيقًا بِوَعْدِه ،ِفَإِن َّشَبْعَه ُوَرَبَّه ُوَرَوْثَه ُوَبَوْلَه ُفِي مِيزَانِه ِيَوْم َالْقِيَامَةِ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ'র প্রতি ঈমান এবং তাঁর ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস রেখে যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে (জিহাদ করার উদ্দেশ্যে) ঘোড়া পালন করল, কিয়ামতের দিন সেই ঘোড়ার দানা-পানি ও মল-মূত্র সব তার (নেক আমলের) পাল্লায় ওজন করা হবে। (অর্থাৎ- এমন ব্যক্তিকে এ সবেরও বিনিময় দেয়া হবে) ।

- সহীহ বুখারী ২৮৫৩

ঘোড়ার কপালে কিয়ামতের সময় পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত

حَدَّثَنَا عَبْد ُاللَّه ِبْن ُمَسْلَمَة َحَدَّثَنَا مَالِك َعَن ْنَافِع ٍعَن ْعَبْد ِاللَّه ِبْن ُعُمَر َرَضِي َاللَّه ُعَنْهُمَا قَال :َقَال َرَسُول ُاللَّه ِصَلَّى اللَّه ُعَلَيْه ِوَسَلَّم َالْخَيْل ُمَعْقُود ٌفِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْر ُإِلَى يَوْم ِالْقِيَامَة(ِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘোড়ার কপালে কিয়ামতের সময় পযর্ন্ত খায়র তথা কল্যাণ নিহিত রয়েছে।
সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৮৪৯
অপর এক বর্ণনায় 'খায়র'-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে সাওয়াব ও গনীমত।
জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ سِتْرَةً مِنَ النَّارِ

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন- যে ব্যাক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করলো তার ঘোড়ার মালিকের জন্য দোযখ থেকে মুক্তির কারণ হবে।
আল মুনতাখাব মিন মুনসাদে আবদ ইবনে হুসাইদ-১১১

আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপের সওয়াব:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو نَجِيحٍ هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَزْرَقِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ

আবু নাজীহ আস সুলামি (রাঃ) থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্ তা’আলার রাস্তায় যে লোক তীর ছুড়লো তার জন্য রয়েছে একটি গোলাম মুক্ত করার অনুরূপ সাওয়াব।
জামে আত তিরমিজি ১৬৩৮
সহীহ্, ইবনু মা-জাহ ২৮১২

সামুদ্রিক জিহাদের ফযীলত:

وَعَن عَبْد اللَّه بْن عَمْرِو بْن رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَال قَال رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم حُجَّة لِمَن لَم يَحُج خَيْر مِن عَشْر غَزْوَات، وَغَزْوَة لِمَن قَد حَج خَيْر مِن عَشْر حِجَج وَغَزْوَة فِي الْبَحْر خَيْر مِن عَشْر غَزْوَات فِي الْبَر وَمَن اجْتَانَا الْبَحْر فَكَأَنَّم جَاز الأَوْدِيَة كُلَّهَا، وَالْمَائِد فِيه كَالْمُتَشَخِط فِي دمه

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে হজ্ব করেনি তার একটি ফরজ হজ্ব দশটি জিহাদের চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যাক্তি হজ্ব করেছে তার একটি জিহাদ দশটি হজ্বের চেয়ে উত্তম। আর সামুদ্রিক যুদ্ধ স্থলভাগের দশটি যুদ্ধ হতে উত্তম। যে ব্যাক্তি সমুদ্র অতিক্রম করে, সে যেন সমস্ত দুর্গম উপত্যকা অতিক্রম করল। আর সামুদ্রিক যুদ্ধে যার মাথার ঘূর্ণন সৃষ্টি হয় সে ঐ ব্যাক্তির ন্যায় যে নিজ রক্তে সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিয়েছে।

সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৪/৩৩৪

মুসতাদরাদে হাকেম, ২/১৪৩

উল্লেখিত হাদীসে জিহাদ দ্বারা ফরযে কিফায়া বুঝানো হয়েছে জিহাদ ফরযে কিফায়া অবস্থায় ফরজ হজ্ব হতে উত্তম। কিন্তু যদি জিহাদ ফরযে আইন হয় আর হজ্ব ও ফরয হয় অবশ্যই জিহাদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অধীক ফযীলত পূর্ণ।

সামুদ্রিক শহীদ স্বাভাবিক শহীদ থেকে উত্তম:

عَن أُم حَرَام رَضِي اللَّه عَنْهَا أَن رَسُول اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَال الْمَائِد فِي الْبَحْر الَّذِي يُصِيبُه الْقَوْء لَه أَجْر شَهِيد وَالْغَرَق لَه أَجْر شَهِيدَيْن

হযরত উম্মে হারাম (রা.) হতে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সামুদ্রিক জিহাদে যার মাথার ঘুর্ণন সৃষ্টি হয় বা বমি হয় সে এক শহীদের সাওয়াব লাভ করবে। আর যে সমুদ্রের অতল গহ্বরে ডুবে যায় সে দু' শহীদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।

- সুনানে আবু দাউদ ১/৩৩৭

৩.৩ কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদ বিমুখতা ও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসার পরিণতি

কুরআন কারীমে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জিহাদে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন তদ্রূপ জিহাদ থেকে বিমুখদের ও কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকে অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে ব্যাতিক্রম শুধু কৌশলগত উদ্দেশ্যে পিছিয়ে আসা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় —যখন মুসলমানরা জিহাদের চেতনায় উদ্দীপ্ত ছিল, তখন তারা বিজয় ও মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছেছিল; আর যখন তারা জিহাদ থেকে বিমুখ হয়েছে, তখনই পরাজয়, দাসত্ব ও লাঞ্ছনা তাদের উপর নেমে এসেছে।

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا مَا لَكُم إِذَا قِيل لَكُم انفِرُوا فِي سَبِيل الله اثَّاقَلْتُم إِلَى الْأَرْض أَرَضِيتُم بِالْحَيَاة الدُّنْيَا مِن الْآخِرَة ۚ فَمَا مَتَاع الْحَيَاة الدُّنْيَا فِي الْآخِرَة إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُم وَلَا تَضُرُّوه شَيْئًا ۗ وَالله عَلَى كُل شَيْء قَدِيرٌ

অর্থ:
“হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় ‘আল্লাহর পথে বের হও’, তখন কেন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটির দিকে নেমে পড়ো? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনেই সন্তুষ্ট? দুনিয়ার ভোগ তো পরকালের তুলনায় অতি সামান্য! যদি তোমরা বের না হও, তবে তিনি তোমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে আনবেন; আর তোমরা কিছুই করতে পারবে না।”

- সূরা তওবা, আয়াত ৩৮-৩৯

উল্লিখিত কুরআনের আয়াতে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সাহাবীদের আহ্বান করলেন তখন অধিকাংশ সাহাবী শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করলেও কতক সাহাবীর কাছে এ অভিযান অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছিল ও দ্বিধা দ্বন্ধে ভুগছিলেন। পরে তারা যুদ্ধে মিলিত হলেও কিছু সাহাবী সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। আর মুনাফিকদের দল তো ছিলই। যারা বিভিন্ন ছল ও বাহানা দেখিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি তাদের কথা বলা হয়েছে আর তাদের এই অলসতা ও নিস্ক্রিয়তার ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে ফয়সালা জানিয়েছেন জিহাদে বের না হলে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন ও তাদের স্থলে নতুন জাতির উত্থান ঘটাবেন। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪৬৪)

ইরশাদ হয়েছে,

يَأَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا إِذَا لَقِيتُم الَّذِين كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُم الْأَدْبَار وَمَن يُوَلِّهِم
يَوْمَئِذ دُبُرَة إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَال أَو مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَة فَقَد بَاءَ بِغَضَب مِّن اللَّه
وَمَأْوَاه جَهَنَّم وَبِئْس الْمَصِير

অর্থ: “হে মুমিনগণ! যখন তোমরা হানাদার কাফিরদের মুখোমুখি হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন অথবা নিজ দলে স্থানগ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।”

- সূরা আনফাল (৮), আয়াত ১৫-১৬

উক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়াকে মুসলমানদের জন্য নাজায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে দুটি অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করা জায়েয। প্রথমত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র একটি যুদ্ধের কৌশলস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এখানে যুদ্ধ ছেড়ে পালানোর কোন উদ্দেশ্য থাকবে না। প্রতিপক্ষকে অসর্তক অবস্থায় ফেলা এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয়ত বিশেষ অবস্থায় নিজেদের সৈন্যদের দুর্বলতা বোধ করে পেছনের দিকে সরে আসা যাতে মুজাহিদগণ অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে পুনরায় আক্রমণ করতে সমর্থ হয়। এ স্বতন্ত্রবস্থা ছাড়া যারা অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে তাদের পরিণামের কথা এর পরে বলা হয়েছে। মাআরেফুল কুরআন (৪/২৪৩-২৪৪)

জিহাদ বিমুখতা নিয়ে হাদিস শাস্ত্রে এসেছে,

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ، - قَالَ عَبْدَةُ : يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ - أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ " .

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত,

নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেলো যে, সে জিহাদ করেনি এবং মনে জিহাদের আকাঙ্খাও রাখেনি, তবে সে মুনাফিক্বী অবস্থায় মারা গেলো।
সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৯১০
সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ ২৫০২
সুনানে আন নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ ৩০৯৭

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত; নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَن لَم يَغْزُ ولم يُجَهِّز غَازِيًا أَو يَخْلُف غَازِيًا في أهله بخير، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة.

যে ব্যক্তি জিহাদ করল না, কিংবা জিহাদের জন্য কাউকে প্রস্তুতও করল না; অথবা কোনো মুজাহিদের পরিবারকে ভালো আচরণের সঙ্গে সহায়তা করল না, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের আগেই বড় কোনো বিপদ দিয়ে আক্রান্ত করবেন।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ২৫০৩

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة.

যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে অথচ তার শরীরে জিহাদের কোনো চিহ্ন থাকবে না, সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার মধ্যে একটি ঘাটতি (অপূর্ণতা) থাকবে।
সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং: ১৬৬৬

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো সাতটি মহাপাপের একটি বর্ণণা দিয়ে হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ

النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ".

আবু হুরায়রা রাঃ সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্‌র সাঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত কারন ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাধ্বী মু'মিনাদের অপবাদ দেয়া।
সহীহ বুখারী, কিতাবুল অসিয়ত ২৭৬৬
সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান ৮৯

জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার পরিণতি নিয়ে অন্য এক হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ إِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيِّ، - أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الإِخْبَارُ لِجَعْفَرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ .

ইবনু উমার (রাঃ) সূত্র হতে বর্ণিত,
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না।
সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারা ৩৪৬

জিহাদ ইসলামকে বিজয়ী করার মাধ্যম ও সর্বোত্তম আমল। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ. বলেন, 'নেকির কাজের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেয়ে উত্তম কোনো নেক আমল আমার জানা নেই।'

একবার ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের সামনে জিহাদের আলোচনা ওঠে। তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বললেন, 'জিহাদ থেকে উত্তম কোনো আমল আমার জানা নেই। (আশ শারহুল কাবির মাআল মুগনী ১/৩৬৭)

৪. বর্তমান যুগে জিহাদ ও কিছু অপব্যাখ্যার নিরসন

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে জিহাদ নিয়ে যে ব্যাপক আলোচনা ও চর্চা হয়েছে, ইতিহাসের অন্য কোনো পর্বে সম্ভবত এত বিস্তৃতভাবে হয়নি। আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়ায় বাস্তব ময়দানে (ভুল-শুদ্ধ মিলিয়েই) জিহাদের অনুশীলন হয়েছে। আর অন্যান্য ভূখণ্ডে কলম ও কণ্ঠের মাধ্যমে জিহাদ নিয়ে আলোচনার জোয়ার বয়েছে। তবে যেসব ভূখণ্ডে কলম ও কণ্ঠ সক্রিয় ছিল, সেখানেই সমান্তরালে জিহাদ-বিরোধী প্রচারণাও চালানো হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে জিহাদকে গুরুত্বহীন করে দেখাতে, যাতে মুসলমানদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক থেকে- সচেতন বা অচেতনভাবে-জিহাদের জজবা ও শাহাদাতের তামান্না উপড়ে ফেলা যায়। ইতিহাসের ধারায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক নানা প্রক্ষাপটে "জিহাদ" শব্দটির অর্থ ও প্রয়োগেও ব্যাপক বিকৃতি ঘটেছে।

পশ্চিমা গবেষণা ও সংবাদমাধ্যম গুলো প্রায়শই জিহাদের ধারণাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। জিহাদের বিধানকে কেন্দ্র করে ইসলামকে সন্ত্রাসী ও রক্তপিপাশু ধর্ম হিসেবে মানুষের সামনে পেশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বের ধারাবাহিক প্রোপাগাণ্ডা, মিথ্যা প্রচারণা ও নেতিবাচক উপস্থাপনা মুসলিম সমাজেও বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।

কিছু মুসলিম লেখক ও গবেষক বলে থাকেন ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা দ্বীনের প্রচার প্রসারের নিমিত্ত যে কোন কর্ম-প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। "জিহাদ" আভিধানিক অর্থে শরীয়ত সম্মত সকল দ্বীনি প্রচেষ্টাকেই বুঝায় এবং শরয়ী নুসুসমূহের (কুরআন হাদীসের ভাষা) কোথাও কোথাও এই শব্দটি জিহাদ ছাড়া অন্যান্য দ্বীনি মেহনতের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু জিহাদ যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা এবং যার অপর নাম "ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ" তা কখনো এই সাধারণ কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয় বরং এই অর্থে "জিহাদ" হল, "আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য, ইসলামের হিফাজত ও এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, কুফরের শক্তিকে চুরমার করার জন্য এবং এর প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।"

শেষ যামানার কিছু কিছু আলেম জিহাদের ধারণা নিয়ে লিখেছেন, ইসলামে শুধু প্রতিরোধমূলক জিহাদ (দিফায়ী) অনুমোদিত, আক্রমণমূলক জিহাদের (ইক্বদামী) অনুমোদন ইসলামে নেই। জিহাদকে শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে সীমাবদ্ধ করা কুরআন সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধী। আক্রমণমূলক জিহাদ শুধু অনুমোদিতই নয় বরং তা কখনো কখনো ফরয ও সওয়াবের কারণ ও বটে। ইসলামি ইতিহাসের প্রথম গাজওয়া তথা গাজওয়ায়ে বদর আত্মরক্ষামূলক ছিল না; বরং আক্রমণাত্মকই ছিল। এই আক্রমণ প্রথমে মুসলিমদের পক্ষ

থেকেই হয়েছিল। কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলাকে রুখতে মুসলিমরাই প্রথমে আক্রমণ চালিয়েছেন। এই খবর পেয়ে মক্কার কাফিররা তাদের কাফেলার হিফাজতের জন্য মদিনা অভিমুখে রওনা হয়। ফলে বদরযুদ্ধ সংঘটিত হয়।
নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ গাজওয়া আক্রমণাত্মকই ছিল। খুলাফায়ে রাশিদিন ও তাঁদের পরবর্তী খলিফাদের জীবনভর জিহাদও আক্রমণাত্মক প্রকারেরই ছিল। যারা শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদকেই জায়িজ মনে করে, তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার কারণ হয়ত জিহাদ সম্পর্কীয় কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বরকতময় জীবনচরিত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা পাশ্চাত্যের অন্যায় আপত্তি। সুতরাং, জিহাদের উভয় প্রকার, ইক্বদামী ও দিফায়ী ইসলামের চিরন্তন ফরযসমূহের অন্যতম। যতদিন পর্যন্ত ভুপৃষ্ঠে কুফর ও শিরকের প্রভাব প্রতিপত্তির ফিৎনা বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত সত্য-ন্যায়ের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের দায়িত্বও অবশ্যপালনীয় থাকবে।
[জিহাদ ইকদামী ইয়া দিফায়ী? ফিকহী মাকালাত ৩/২৮৮,২৮৯]
এছাড়া অনেকে এও বলে থাকেন জিহাদ জায়িজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো পরিস্থিতি অনুকূলে থাকা এবং ভালো ফলাফলের আশা রাখা।
অথচ এ ধরণের শর্ত কুরআন হাদিসের কোথাও পাওয়া যায় না। বরং কুরআন তো ফলাফল সম্পর্কে নিঃসংকোচ হয়ে বিপক্ষ শক্তিকে বিবেচনা না করেই মুখোমুখি হওয়ার যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

انْفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالًا وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

তোমরা বেরিয়ে পড়ো হালকা কিংবা ভারী অবস্থায় আল্লাহর পথে জিহাদ করো জান ও মাল দিয়ে।
সূরা তাওবা, আয়াত ৪১
আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.)-এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে সকল মুসলমানদেরকে কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। নিজের মনমত হোক বা না হোক। অভিযান সহজ হোক বা কঠিন, কেউ সুস্থ্য হোক বা অসুস্থ্য, যুবক হোক বা বৃদ্ধ সবাইকেই এ অভিযানে প্রিয় নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সাথী হওয়া উচিত।
ভালো ফলাফলের আশায় জিহাদ করা এবং বিপরীত পরিস্থিতিতে পিছিয়ে যাওয়াকে ইমানের দুর্বলতা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে,

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَعُوْكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ السُّقَّةُ.

যদি সম্পদ হতো সহজলভ্য আর সফর হতো সংক্ষিপ্ত, তবে ওরা অবশ্যই আপনার সহগামী হতো। কিন্তু (যাত্রাপথের) দূরত্ব ওদের কাছে সুদীর্ঘ মনে হলো।
সূরা তাওবা, আয়াত ৪২
ভালো ফলাফলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নানাভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া ইমানি আলামত এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাওয়াক্কুলের পরিচয় বহন করে। 'ভালো ফলাফল পাওয়ার আশা' এমন শর্তারোপের ব্যাপারে আমাদের সালাফরা একেবারেই অবগত ছিলেন না। সুতরাং শরীয়তের ওজর ব্যাতীত কোন অবস্থাতেই জিহাদ ত্যাগ করা সমীচিন নয়।

আধুনিক বিশ্বে হলুদ মিডিয়া ও পশ্চিমা এজেন্ডা জিহাদী কার্যক্রমকে 'সন্ত্রাস' আখ্যা দিয়ে থাকেন। ইসলামের মাহাত্ম্য অনুধাবন করা সত্ত্বেও অনেক কাফির শুধু এজন্যে মুসলমান হন না যে, ইসলামে জিহাদের বিধান রয়েছে। ইহুদী-খৃষ্টান-নাস্তিকরা বিশ্বময় ব্যাপকহারে এই প্রচারণা চালাচ্ছে যে, ইসলাম সন্ত্রাসবাদের ধর্ম আর মুসলমান রক্ত-পিপাসু এক উচ্ছৃংখল জাতি। এক কথায় ইসলাম-বিরোধী প্রচারণায় জিহাদ মানে সন্ত্রাস, মুজাহিদ অর্থ সন্ত্রাসী আর ইসলাম সেই সন্ত্রাসবাদের ধর্ম।
ইহুদী-খৃষ্টান ও নাস্তিক-মুশরিকদের এই অপপ্রচারে ভীত হয়ে অনেক মুসলিম লেখক-ঐতিহাসিক জিহাদের ব্যাপারে ওজরখাহী সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছেন এবং ইসলামী বিজয় ও যুদ্ধ-বিগ্রহসমূহকে গর্বের সঙ্গে উপস্থাপন করার পরিবর্তে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এই কাহিনীসমূহকে এমনভাবে বিবৃত করেছেন, যেন এসব ঘটনার জন্য তারা নেহায়েত লজ্জিত ও অনুতপ্ত। স্থানে স্থানে তারা এমন সাফাই পেশ করেছেন যে, একান্ত বাধ্য হয়েই মুসলমানদের এমনটি করতে হয়েছে; অন্যথায় তীর-তরবারীর সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

অথচ জিহাদ মহান আল্লাহ'র পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য এক বিরাট রহমত। এ রহমতের-ই উসিলায় আমাদের এ বিশ্বজগতের অস্তিত্ব টিকে আছে। জিহাদ যদি না থাকত, তাহলে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলায় সমগ্র বিশ্ব পরিপূর্ণ হয়ে যেত, ধ্বংস হয়ে যেত পৃথিবী। না অক্ষুণ্ণ থাকত মসজিদের পবিত্রতা, না থাকত খানকার অস্তিত্ব, না ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত মাদ্রাসা-মক্তব। জিহাদ না থাকলে এমন জুলুম-নির্যাতন ও নৈরাজ্যে বিশ্ব ভরে যেত যে, কোন ধর্মের অনুসারীরা-ই শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারত না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَو لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

"আল্লাহ যদি মানবজাতির একদল দ্বারা আরেক দলকে দমন না করতেন, (অর্থাৎ- যদি যুগে যুগে সত্যাশ্রয়ীদেরকে মিথ্যাশ্রয়ীদের উপর বিজয় না দিয়ে আসতেন) তাহলে (যুগ পরম্পরায়) ধ্বংস হয়ে যেত খৃষ্টানদের উপাসনাস্থল, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ, যাতে অধিক হারে আল্লাহ'র নাম উচ্চারিত হয় আল্লাহকে সাহায্য করে, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"

\- সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ৪০

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম হল, কখনো-ই যদি একদলের আরেক দলের সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতি না থাকে, তো তা হবে আল্লাহ'র স্বভাব-নীতির চরম লংঘন। কারণ নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য সব মানুষকে অন্যের মোকাবেলা করতেই হয়। যদি এমনটি না হত এবং সত্যকে মিথ্যার মোকাবেলায়, ন্যায়কে অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড় করানো না হত, তাহলে সত্য ও ন্যায়ের চিহ্নও থাকত না। মিথ্যাশ্রয়ী পাপাচারী লোকেরা-ই পৃথিবীর পবিত্র স্থান ও ইবাদতখানাসমূহকে মুছে ফেলত পৃথিবীর বুক থেকে। মিথ্যা ও অন্যায়ের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হত পৃথিবীটা।

আজকের বাস্তবতায় যারা কট্টরপন্থি ও আবেগপ্রবণ আলেম, তাদের জন্য জিহাদের প্রকৃত রূপ যেন এমন হয়ে গেছে, সূর্যের আলোয় তা হন্য হয়ে খুজলেও পাওয়া যায় না। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে ঘৃণিত ও নিন্দিত শব্দগুলোর একটি হলো জিহাদ; আর সবচেয়ে বেশি কলঙ্কের ভার চাপানো হয়েছে মুজাহিদদের ওপর। অথচ এই কলঙ্কিতকরণের পেছনে বাইরের শক্তির চেয়ে ভেতরের আপনজনদের 'মেহেরবানি'ই বেশি ভূমিকা রেখেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী আমাদের এ যুগের জন্যই যেন ইঙ্গিতবাহী ও বাস্তবরূপ ধারণ করেছে।

আবদুর রাহমান ইবনু জায়েদ ইবনু আসলাম তার পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يزال الجهاد حلوا أخضر ،ما قطر القطر من السماء ،وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم ليس هذا زمان جهاد ،فمن أدرك ذلك الزمان ،فنعم زمان الجهاد ،قالوا :يا رسول الله ،واحد يقول ذلك ؟فقال :نعم ،من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

জিহাদ সর্বদাই সতেজ ও সজীব থাকবে, যতদিন আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরবে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষের মধ্যে থেকে কিছু কুরআন পাঠকারী বলবে, 'এটা তো জিহাদের যুগ নয়।' কিন্তু যারা সেই যুগে থাকবে, তাদের জন্য সেটাই হবে জিহাদের প্রকৃত ও উত্তম যুগ। সাহাবিরা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, কেউ কি সত্যিই এমন কথা বলবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বলবে। এমন ব্যক্তিই বলবে, যার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতারা ও সমস্ত মানুষের লানত বর্ষিত হবে।
আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ৩/৭৫১, হাদিস নং: ৩৭১।

হাসান বসরি রাহ. বলেন,

سَيَأْتِي النَّاس زَمَان يَقُولُون لَا جِهَاد ، فَإِذَا كَان ذَلِك فَجَاهِدُوا ،فَإِن الْجِهَاد أفضل.

একটা সময় আসবে যখন লোকেরা বলবে, (এখন আর) জিহাদ নেই। যদি এমন হয়ে যায়, তখন তোমরা জিহাদ করো। কেননা, নিশ্চয় তা সর্বোত্তম আমল।
সুনানে সায়িদ ইবনু মানসুর: ২/১৭৬, হাদিস নং: ২৩৬৪।

৫. উপসংহার

জিহাদ ইসলামের একটি মহান ইবাদত যার ব্যাপারে উম্মাহর সকল আলেমদের রায় হলো জিহাদ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এর মতোই ফরয। এর অস্বীকারকারী কাফের ও এ ব্যাপারে বাকবিতন্ডাকারী গোমরাহ। নবীয়ে কারিম (সা:) বলেছেন কিয়ামত পযর্ন্ত জিহাদ জারি থাকবে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الْجِهَاد ُمَاض ٍمِنْه ُبَعَثَنِي الله ُإِلَى أَن ْيُقَاتِل َأَخْرَامَتِي الدَّجَّال ،َلا يُبْطِلُه ُعَدْل ٌ عَادِل ٍوَلَا جَوْر ٌجَائِر ٍ

'আমার প্রেরিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে আমার উম্মতের শেষ ভাগ দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা এবং কোন জালেমের জুলুম একে রহিত করবে না।
[সুনানে আবু দাউদ:৪/১৮৪, হাদিস নং: ২৫৩২]

ইমরান ইবন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَزَال ُطَائِفَة ٌمِن ْأُمَّتِي يُقَاتِلُون َعَلَى الْحَق ِّظَاهِرِين َعَلَى مَن ْنَاوَأَهُم ،ْحَتَّى يُقَاتِل آخِرُهُم ُالْمَسِيح َالدَّجَّالَ

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর যুদ্ধ করতে থাকবে, তারা তাদের বিরোধীদের ওপর স্পষ্টভাবে বিজয়ী থাকবে, অবশেষে তাদের শেষ দলটি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।
[সুনানে আবু দাউদ: ৪/১৪১, হাদিস নং: ২৪৮৪]

জাবির ইবনু সামুরা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لن يترح هذا الدين قائما ،يُقَاتل عليه عِصابَة ٌمِن َالمُسْلِمِين ،َحَتَّى تَقُوم َالساعة

এই দীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এর জন্য মুসলিমদের একটি দল কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে।
[সহিহ মুসলিম: ৩/১৫২৪, হাদিস নং: ১৯২২]

তিনি আরো বলেছেন, যখন তোমরা জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চাপিয়ে দিবেন; যতোক্ষণ না তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী এ জীবনকে যারা আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে তাদের দায়িত্ব শুধু আল্লাহর আদেশ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর তরিকায় জিহাদ চালিয়ে যাওয়া। জিহাদ ত্যাগ করে দুদিনের এই জিন্দেগীর লোভ লালসা, স্বার্থ ও পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত হওয়া আদৌ উচিৎ না। কারণ আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদের শুভপরিণতি সকল অবস্থায় সুনিশ্চিত। যদি জিহাদে বিজয় অর্জন হয় তবে তো কথাই নেই আর তাই সকলের কাম্য, কিন্তু যদি কোন কারণে পরাজয়ও হয় তবুও তা বিজয়েরই নামান্তর। কেননা জিহাদের মূল উদ্দেশ্য তো আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি তা জয়-পরাজয় উভয় অবস্থাতেই অর্জন হয়।